সংবাদ

তারিখ ..05 OCT 2013
পৃ ৭ কলাম -৩....

নারী-পুরুষের সমঅধিকারের প্রাসঙ্গিকতায়

'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' ২০১১

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

নারী-পুরুষের সমঅধিকারের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে পৃথিবীর সব মহাদেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরের শিক্ষকরা আজ ৫ অক্টোবর 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' পালন করছেন। ইউনেস্কোর 'জেন্ডার সমতা অগ্রাধিকার পরিকল্পনা ২০০৮-২০১৩', গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর অ্যাডুকেশনের 'শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অগ্রাধিকার 'কর্মসূচি' এবং ব্রাসেলসভিত্তিক অ্যাডুকেশন ইন্টারন্যাশনালের ২০০৯ ও ২০১০ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষা ব্যবস্থায় ও সমাজে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা নিয়ে পরিচালিত জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে– 'জেন্ডার সমতার পক্ষে শিক্ষক সমাজ'। বিশ্বব্যাপী শিক্ষকরা যখন দিবসটি পালন করছেন নারী-পুরুষের সমঅধিকারের অপরিহার্যতা নিয়ে সেসময় গুণগত শিক্ষার জন্য উগান্ডার শিক্ষকরা ধর্মঘট করছেন শতভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে। সরকার থেকে ৫৪ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির বিপরীতে জীবন যাত্রার মান ধরে রাখতে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয় বিবেচনায়। কানাডায় মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক যৌথভাবে কাজ করছেন জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায়। শিক্ষার্থীরা পরিবেশ রক্ষায় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পরিবেশ কর্মীর পেশা বেছে নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন। ইউনেস্কো পরিবেশিত তথ্যে বলা হয়েছে, ২১টি উন্নয়নশীল দেশ প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে সামরিক খাতে বর্তমানে বেশি ব্যয় করছে। দেশগুলো সামরিক ব্যয় ১০% কমাতে পারলে তারা আরও ৯.৫ মিলিয়ন শিশুকে বিদ্যালয়ে নিতে পারত। দেশগুলো হলো– চাদ, বুরুন্ডি, ইয়েমেন, গিনি, মৌরিতানিয়া, এঙ্গোলা, কিরিগিস্তান, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান, কঙ্গো-ডিআর, মালি, উগান্ডা, নেপাল, সিয়েরালিয়েন, টোগো, ইথিওপিয়া, কম্বোডিয়া, মধ্য আফ্রিকা ও বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে শিক্ষকদের ক্ষোভের কথা

আজ বাংলাদেশে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা দিবসটি যখন পালন করছেন সে সময় শিক্ষকদের সাধারণভাবে অনেক শিক্ষকের বিরুদ্ধে পাঠদানে অদক্ষতা ও শিক্ষার্থীকে শারীরিক শাস্তি দানের অভিযোগ উত্থাপন অব্যাহত রয়েছে। আবার বর্তমান সরকারের আমলে প্রণীত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নিরলস প্রচেষ্টায় প্রাথমিক মাধ্যমিক উভয়স্তরে শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের শুরুতে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়া, প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থী ভর্তি প্রায় শতভাগে উন্নীতকরণসহ বিভিন্ন অর্জন সত্ত্বেও শিক্ষক কর্মচারীদের পেশাগত দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি পূরণ না হওয়ায় তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দুটোই বিরাজ করছে। শিক্ষকরা প্রশ্ন তুলছেন, অনেকে বিশ্বমানের শিক্ষার কথা বলেন। সেজন্য তো বিশ্বমানের শিক্ষকও দরকার। তাদের বেতন ভাতা সামাজিক মর্যাদাও তো বিশ্ব মানের হওয়া দরকার। স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের কথা যখন বলা হয় তখন তাতে আশার সঞ্চার হয় অবশ্যই। কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন কতটুকু? প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা সহমর্মিতা উল্লেখযোগ্য, শিক্ষামন্ত্রীর আন্তরিকতায়ও ঘাটতি নেই। তারপরও শিক্ষক কর্মচারীরা বঞ্চিত থাকেন কিভাবে?

জেন্ডার সমতা ও প্রবীণ প্রসঙ্গ

এবারের বিশ্ব শিক্ষক দিবসের প্রতিপাদ্য জেন্ডার সমতার প্রাসঙ্গিকতায় বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বলা যায়, বেতন-ভাতার দিক থেকে সমতা আছে। নারী শিক্ষকের জন্য এক বেতন পুরুষ শিক্ষকের জন্য আরেক বেতন এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই। তবে নারীদের বঞ্চনার বেশ কিছু বিষয় আছে, তারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটিতে আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রতিষ্ঠান প্রধানের পদেও তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বেলায় কারও কারও গড়িমসি ও পাশ কাটিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে। অনেক প্রতিষ্ঠানেই মহিলা শিক্ষকদের জন্য, ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট নেই। আইনে থাকলেও মাতৃত্ব ছুটি বরাদ্দের ক্ষেত্রে কারও কারও অনীহা আছে এটা স্বীকার করতে হবে। তবে বাংলাদেশে শিক্ষকতা পেশায় নারী পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ একথা মানতে হবে। এরপরও জনসংখ্যার অর্ধেক নারী উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টির অবকাশ আছে। মহিলা শিক্ষক ও ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল এবং জেলা উপজেলা সদরে একাধিক দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করা দরকার। একইভাবে বয়স্ক ও বিধবা ভাতা প্রবর্তন, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবার প্রদান কর্মসূচি চালুর মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উন্নত দেশের মতো দেশের শিক্ষকসহ ষাটের উর্ধ্বে নাগরিকদের জন্য বিশেষ আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা ব্যবস্থা চালু, অসহায় প্রবীণ নারী পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে/ হ্রাসকৃত মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, প্রত্যেক জেলা সদরে 'ওল্ড এজ হোম' স্থাপন করা দরকার।

শিক্ষকদের একটি অংশের নৈতিক অবক্ষয়

আজ বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীরা যখন তাদের প্রত্যাশার কথা উচ্চারণ করছেন, তখন অভিভাবকসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের আলোচনার বিষয় 'শিক্ষক' নামধারী কতিপয় ব্যক্তির ক্ষমার অযোগ্য নৈতিক অবক্ষয়ের প্রসঙ্গ। সংখ্যার বিচারে ভিকারুন নেসার পরিমল জয়ধরদের মতো 'শিক্ষক' দেশের পাঁচ লাখ শিক্ষকের এক শতাংশেরও কম হলেও তারা যে দেশের গোটা শিক্ষক সমাজের ভাবমূর্তি বিনষ্টের জন্য আদৌ কম নয় তা মানতে হবে। শিক্ষা কোন সমাজ বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়। সমাজের অসঙ্গতি ও ক্লেদ তাকেও স্পর্শ করে। এই সত্য স্বীকার করে নিয়েও অনেকেই প্রশ্ন রাখছেন, পরিমল জয়ধরের মতো স্বভাব জাত অপরাধীরা শিক্ষকতায় আসে কিভাবে? পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুরূপ ব্যবস্থায় শিক্ষক নিয়োগ আর কবে হবে?

শিক্ষকদের প্রত্যাশা ও প্রতিজ্ঞা

দেশের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জাতীয় পর্যায়ের ১১টি সংগঠন নিয়ে গঠিত জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট এবারের 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস' উদযাপন উপলক্ষে ৩ অক্টোবর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে প্রত্যাশা ও প্রতিজ্ঞা দুটোই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষে দেশে এবারই প্রথম জাতীয় উদযাপন কমিটি গঠিত হয়েছে। এ বছরের কর্মসূচিতে নতুন সংযোজন হলো শিক্ষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে মহিলা পরিষদ, নারী প্রগতি সংঘের মতো নারী-পুরুষের সমঅধিকারে বিশ্বাসী সংগঠন, গণসাক্ষরতা অভিযানের মতো বেসরকারি সংস্থা-সংগঠনের ঐক্যবদ্ধভাবে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন। দিবসের যেসব প্রত্যাশা উচ্চারিত হবে তার মধ্যে রয়েছে– ১) পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রের নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত উদ্যোগ। ২) নারী-পুরুষের সমঅধিকার অর্জনে শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনীতিক, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, সংস্কৃতি সেবীদের যৌথ প্রয়াস। ৩) বাধাহীন অনুকূল পরিবেশে শিক্ষকদের পাঠদানের সুযোগ ও যুগোপযোগী মান সম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রাপ্তি। ৪) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা গবেষণায় কর্মসূচি। ৫) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় দলীয়করণ ও অবৈধ হস্তক্ষেপের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। ৬) শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্বতন্ত্র কমিশন গঠন। ৭) প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নারী পুরুষ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রতিনিধিত্ব ও নিয়মিত পদোন্নতি নিশ্চিতকরণ। ৮) প্রচলিত খণ্ডিতের পরিবর্তে সরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অনুরূপ পূর্ণ উৎসব ভাতা ও পূর্ণ পেনশন। ৯) ১৯৯১ এর পরিবর্তে বর্তমান জাতীয় স্কেলে চিকিৎসা ভাতা, বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ও বর্তমানের ১০০ টাকার বাড়ি ভাড়া পরিবর্তে সরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অনুরূপ বাড়ি ভাড়া অথবা সম্মানজনক আবাসন সুবিধা। ১০) বন্ধকৃত টাইম স্কেল অবিলম্বে চালু এবং কর্মচারীদের চাকরিবিধি প্রবর্তন। ১১) শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রবর্তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষণা ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন। ১২) ইউনেস্কো-আইএলও প্রণীত ও অনুমোদিত ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ সালের শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা সনদের বাস্তবায়ন।

ইউনেস্কো মহাপরিচালকের নীতিগত অবস্থান

ইউনেস্কোর প্রথম নারী মহাপরিচালক, ইরিনা বোকোভার বক্তব্য বিশ্ব শিক্ষক দিবসের এবারের প্রতিপাদ্যের যৌক্তিকতাকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছে। ইরিনার অবস্থান শতভাগ সমর্থন যোগ্য যখন তিনি বলেন, 'শিক্ষায় জেন্ডার সমতা একটি মানবাধিকার। এটি নারী পুরুষের সমান সুযোগের ভিত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান তৈরি ও উৎপাদনশীলতার উৎস। মেয়ে ও নারীদের মানবিক সামর্থ্য, সৃজনশীলতা ও তাদের সীমানাকে খাট করে দেখে, যেসব দেশ উচ্চ জেন্ডার অসমতাকে মেনে নিয়েছে তাদের এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে। শান্তির পক্ষের শক্তি হিসাবে শিক্ষার যে অপার সম্ভাবনা, তাকে ব্যবহার করতে হবে। ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্রের প্রথম লাইনেই আছে 'যেহেতু যুদ্ধের শুরুই হয়েছে পুরুষের (ও নারীর) মন থেকে, সেহেতু শান্তি সুরক্ষিত করার চেষ্টাও সেখান থেকেই শুরু করতে হবে'। যদি মানুষের আচরণে থাকে সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং সংলাপের মাধ্যমে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার দায়বদ্ধতা, তাহলে এর চেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। প্রতিদিন পৃথিবীর প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে এই ধরনের মানসিকতার বিকাশ ঘটানো উচিত।'

[লেখক : শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের নেতা।]

principalqfahmed@yahoo.com.